যুগান্তর

তারিখ ... 5 JUL 2008 ...
পৃঃ — ৩ — কলাম — ১

মন্দিরভিত্তিক গণশিক্ষা প্রকল্পের মালামাল ক্রয়ে দুর্নীতি

আবদুল মান্নান

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্দিরভিত্তিক গণশিক্ষা প্রকল্পের মালামাল ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। লোপাট করা হয়েছে সরকারি অর্থ। মালামালের মধ্যে রয়েছে পরিদর্শন খাতা, হাজিরা খাতা, পাঠদান বই, অনুশীলন খাতা, ভর্তি ফরম ও সনদপত্র মুদ্রণ এবং ফটোকপি ও ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় ইত্যাদি। প্রকল্প এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার যোগসাজশে এ দুর্নীতি করা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, মাসদুয়েক আগে এ দুর্নীতির তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হলেও অদ্যাবধি জড়িত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এসব মালামাল ক্রয়ের ব্যাপারে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের জন্য ৩০ মার্চ উপসচিব প্রশাসনকে আহ্বায়ক করে দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম দ্বিতীয় পর্যায়ের এ প্রকল্প গত বছরের ৭ জুলাই অনুমোদন লাভ করে এবং প্রথম কিস্তির অনুকূলে গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর ২ কোটি ১৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা অবমুক্ত করা হয়। প্রকল্প খাতে শিক্ষা উপকরণ মালামাল ক্রয় ও গ্রহণের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে ২টি কমিটি গঠন করা হয়। পরিদর্শন খাতা, হাজিরা খাতা এবং পাঠদান বই মুদ্রণ সংখ্যা ছিল মোট ৮৪১২টি। এসব উপকরণ মুদ্রণের জন্য ডিপিপি বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ৪০ হাজার ২০০ টাকা। বই মুদ্রণের জন্য প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের ২ জন কর্মকর্তা, ১ জন কর্মচারী এবং ট্রাস্টের একজন কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি কমিটি অনুমোদন করেন। কিন্তু এ কমিটি গঠনের কোন আদেশ জারির রেকর্ড এ নথিতে পাওয়া যায়নি। মালামাল ক্রয়ের জন্য গঠিত কমিটির সভা না করে অনিয়ম করা হয়েছে। অথচ সিএস তৈরি করা হয়েছে। নথিতে মালামাল গ্রহণের কোন ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি। উল্লিখিত আইটেম ৫টি সংগ্রহ, মুদ্রণ ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির (টিইসি) মাধ্যমে করা হয়নি। মালামাল ক্রয়ের বিষয়টি টিইসিতে উপস্থাপনও করা হয়নি এবং মুদ্রিত মালামাল গ্রহণ কমিটির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে পিপিআর-০৩'র বিধান এবং মন্ত্রণালয়ের আদেশ পালন করা হয়নি। বর্ণিত মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় গত বছরের ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সংগ্রহ করার কথা থাকলেও ওই সময়ের ২ মাস পরও তা সংগ্রহ করা হয়নি। সূত্র জানায়, ফটোকপি ও ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়ে ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। নথিতে দেখা যায়, কোটেশন জমা দেয়া হয়েছে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখ। ক্রয় কমিটির সভা হয়নি, তবে সিএস তৈরি করা হয়েছে। মালামাল সংগ্রহের কোন ডকুমেন্ট নথিতে পাওয়া যায়নি। এই মেশিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি টিইসি'র মাধ্যমে ক্রয় করা হয়নি এবং মন্ত্রণালয়ে আদেশ পালন করা হয়নি। এক সপ্তাহ পরও মালামাল সংগ্রহ করা হয়নি।

সূত্র জানায়, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও জনবল নিয়োগেও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে দেখা যায়, কার্যাদেশ প্রদানকৃত সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বই সরবরাহ করতে পারেনি। যথাসময়ে বই মুদ্রণ ও সরবরাহ না করার কারণে মাঠপর্যায়ে বই প্রেরণে বিলম্ব হয় এবং গণশিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে গঠিত কমিটির কোন সভা না করেই চাকরির পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয়। জনবল নিয়োগে বিলম্ব করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বই মুদ্রণ ছাড়া অন্য ৮টি আইটেম ক্রয়ের ক্ষেত্রে টিইসিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। গ্রহণ কমিটির মাধ্যমে মুদ্রিত ২ লাখ ৬২ হাজার ৫৯ কপি বইয়ের মধ্যে মাত্র ৬০ হাজার কপি বই গ্রহণ করা হয়েছে। বাকি প্রায় ২ কোটি বইয়ের কোন হিসাব নেই। প্রকল্প খাতের সার্বিক বাস্তবায়নে অস্বচ্ছতার চিত্র ফুটে উঠেছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তদন্ত কমিটির এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, তদন্তের ব্যাপারে কোনরকম ত্রুটি নেই এবং যথাযথ প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন শতকরা একশ' ভাগ সঠিক। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করে প্রকল্প পরিচালককে পাওয়া যায়নি।